24

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL ... 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বৃটেনে অক্সফোর্ড ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রন্থোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী

# ছাত্ররা শিক্ষা শেষে জাতি গঠন কাজে অংশ নিলে মেধা পাচার সমস্যার সমাধান হবে

**বাসস ঃ** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় আস্থাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, আয়ারল্যান্ডে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সূচীত শান্তি প্রক্রিয়া সফল হবে।

বৃটেনে অক্সফোর্ড ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে 'অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ'-এ 'বাংলাদেশের দৃষ্টি এখন একবিংশ শতাব্দীর পানে' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে ভাষণদানের জন্য শেখ হাসিনা লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড যান। ভাষণের পর তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন আহবান করেন এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে সাড়া দেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয় দীর্ঘস্থায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে তার প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আইরিশ সংকটে কোন ভূমিকা রাখতে পারে কি-না। শেখ হাসিনা বলেন, স্থান ভেদে সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

'আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখনও এ

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

## প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমস্যার ব্যাপারে পৃথক সেল গঠন করেছিলাম' উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি সব সময়ই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক বিষয় মনে করতেন। তিনি বলেন, তার সরকার উপজাতি নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস অর্জন করে এবং এর ফলে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। শেখ হাসিনা টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তার গতিশীল নেতৃত্বে শিগগিরই আইরিশ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি অবশ্য বলেন, গত কয়েক দশকের এই সমস্যা রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়।

তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশ থেকে বহু মেধাবী ছাত্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য দেশ থেকে এসে আর কখনও ফিরে না যাওয়ায় ব্যাপক হারে যে মেধা পাচার ঘটছে এ সমস্যা তিনি কিভাবে সমাধান করবেন। তিনি বলেন, এর সমাধান ছাত্রদের হাতে. শিক্ষা শেষে তারা জাতি গঠনমূলক কাজে অংশ নিলে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, সরকার তাদের কিছু কিছু উৎসাহ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করছে।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ দশমিক ৮ ভাগ থেকে ১ দশমিক ৮ ভাগে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এই হার ১ দশমিক ৩ ভাগে নিয়ে আসতে চাই'। তিনি সারাদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী দেশের পল্লী এলাকায় চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করাও আহবান জানান। তিনি বলেন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তিনি বলেন, বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৪৭ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমরা এখন বলতে পারি আমাদের জনসংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি লোক শিক্ষিত।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এন্ড্রু স্মীথ এবং কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ ফারহান নিজামীও বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশের নেত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ডঃ নিজামী কেন্দ্রের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ১২টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এ কেন্দ্রে পড়াশোনা করছে।

এন্ড্রু স্মীথ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। বাংলাদেশ নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী জাফরুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস এ সামাদ, পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামি, এজেডএম ওবায়দুল্লাহ খান, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এএইচ মাহমুদ আলী, ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার ডেভিড সি ওয়াকার, আওয়ামী লীগ নেতা আজিজুর হরমান, এডভোকেট শাহারা খাতুন, অধ্যাপক একেএম ফজলুল হক, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু, বিটিএমএ চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, বিসিআই সভাপতি খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ডিসিসিআই সভাপতি এমএইচ রহমান, বিজিএমইএ সভাপতি ক্যাপ্টেন (অবঃ) আনিসুর রহমান সিনহা ও সহ-সভাপতি আমিনুল হক, এফবিসিসিআই সহ-সভাপতি এমএ মুনিম এবং ডিসিসিআই সহ-সভাপতি নাসির হোসেনও উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন এবং পরিদর্শক বইতে স্বাক্ষর করেন। তিনি কেন্দ্রের নৈশভোজেও যোগ দেন।